নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রক্সির মাধ্যমে ভর্তি হতে গিয়ে আটক ৩

রইসুল আরাফাত, নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশিত: ১৯:১৮, ৮ আগস্ট ২০২৫

ছবি: জনকণ্ঠ

প্রক্সি জালিয়াতির মাধ্যমে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক প্রথম বর্ষের গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভর্তি পরীক্ষায় জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়ে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির অভিযোগে জালিয়াতি চক্রের ২ সদস্য এবং ১ ভর্তিচ্ছুকে আটক করেছে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আটককৃতদের পুলিশের কাছে তুলে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে।

জালিয়াতি চক্রের সদস্যরা হলেন মো. পনির উদ্দিন খান পাভেল এবং সালমান ফারদিন সাজিদ সিয়াম। তাদের মধ্যে পাভেলের ঢাকার বিক্রমপুরে এবং সিয়ামের বাড়ি ময়মনসিংহ নগরের চরপাড়া এলাকায়। সিয়াম জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের

শিক্ষার্থী। তিনি পাভেলের সাথে আর্থিক চুক্তির বিনিময়ে প্রক্সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া প্রক্সি জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া আটক এক শিক্ষার্থী হলেন ওবায়েদ হাসান আফিক যার জিএসটি ভর্তি রোল ২০১৬৯৭ এবং মেরিট পজিশন ৭৬। তিনি ত্রিশালের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) প্রক্সি জালিয়াতির মাধ্যমে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী আফিক জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চূড়ান্ত ভর্তি হতে গেলে তার মাধ্যমে এই চক্রের ২ সদস্যকে আটক করা হয়।

জানা যায়, বৃহস্পতিবার(৭ আগস্ট) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে চূড়ান্ত ভর্তির শেষদিনে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে আফিক ভর্তি হতে যান। আফিককে সন্দেহজনক মনে হওয়ায় শিক্ষকরা তাকে সাক্ষর করতে বললে সাক্ষরে গড়মিল পান। এছাড়া তাকে ভর্তি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কিছু সাধারণ প্রশ্ন করলে সে কোনো উত্তর দিতে পারেনি। এসময় তার অভিভাবককে ডাকতে বলা হলে সে বড় ভাই পরিচয়ে প্রক্সি জালিয়াতি চক্রের সদস্য পাভেলকে নিয়ে আসে। পরে তাদের দুজনের কথার মাঝে অসঙ্গতি পেয়ে আফিকের ফোনের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ চেক করে পাভেলের সাথে ভর্তির লেনদেন বিষয়ক কথোপকথনের তথ্য পাওয়া যায়। এসময় পাভেলের ব্যবহৃত আইফোনটি চেক করে ব্যাংক, বিসিএসসহ বিভিন্ন নিয়োগ ও গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার এডমিট কার্ড ও প্রার্থীদের ছবি এবং হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মাধ্যমে বড় একটি প্রক্সি জালিয়াতি চক্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

এদিকে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে পাভেলের ফোনে সিয়াম নামের এক ব্যক্তির ফোন আসে। এসময় ফোনে আফিকের

ভর্তির অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান সিয়াম। পরে পাভেলের কাছে সিয়ামের পরিচয় জানতে চাওয়া হলে পাভেল তা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এসময় সিয়ামের নাম ও মোবাইল নাম্বার দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাটাবেজে সার্চ করে জানা যায় সিয়াম জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী। পরবর্তীতে সিয়ামকে ফোন দিয়ে ডেকে আনা হয়।

এই চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা, বিসিএস,ব্যাংক সহ বিভিন্ন সরকারি চাকরির পরীক্ষায় প্রক্সি জালিয়াতি করে আসছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে বাবু ভাই নামের এক ব্যক্তি এই চক্রটি পরিচালনা করছেন যিনি গাজীপুরের টঙ্গী এলাকার বাসিন্দা। এই চক্রের সাথে বিসিএস ক্যাডার কর্মকর্তা সহ সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের জড়িত থাকার তথ্য পাওয়া গেছে।

কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মো. সুজন আলী বলেন, ‘পাভেলের আইফোনটিতে বিভিন্ন নিয়োগ ও গুচ্ছের এডমিট কার্ড ও প্রার্থীদের ছবি এবং একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ দেখতে পাই যে গ্রুপে বিসিএস ক্যাডার সহ অনেক বড় বড় ব্যক্তিরা যুক্ত ছিল। এরপরই হঠাৎ ফোনটি লক হয়ে গেলে দীর্ঘ ৪-৫ ঘন্টার প্রচেষ্টায়ও পাভেলের দ্বারা ফোনের লকটি খোলানো সম্ভব হয়নি। ফোনের লকটি খোলা গেলে সেখান থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। ’

আফিক জানান, বন্ধুদের মাধ্যমে প্রক্সি জালিয়াতি চক্রের সদস্য পাভেলের সাথে তার পরিচয় হয়। পরবর্তীতে আফিক তার বাবার সাথে পনিরকে পরিচয় করিয়ে দেন। ১ লাখ টাকার বিনিময়ে আফিককে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর শর্তে আফিকের বাবা জাহাঙ্গীর আলমের সাথে পাভেলের চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী

বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) চূড়ান্ত ভর্তি শেষে পনিরকে ১ লাখ টাকা দেওয়ার কথা ছিল।

এই চক্রের মাধ্যমে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে লোকপ্রশাসন ও সরকার পরিচালনা বিদ্যা বিভাগে কৌশিক কুমার চন্দ্র নামের এক শিক্ষার্থী(জিএসটি রোল: ২০৪৩৯৩) এবং টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পূণ্য দে মৃধু নামের এক শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার তথ্য মিলেছে।

এদের মধ্যে জালিয়াতি চক্রের সদস্য নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সিয়াম ১ লাখ টাকা চুক্তিতে ভর্তি পরীক্ষায় কৌশিক কুমার চন্দ্রের বদলে প্রক্সি দেওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী জোবায়েদ ইসলাম শান্তর মাধ্যমে এই চক্রের সাথে পরিচয় হওয়ার কথা জানিয়েছেন সিয়াম। তবে আটককৃত শিক্ষার্থী ওবায়েদ হাসান আফিক এবং মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী পূণ্য দে মৃধুর বদলে ভর্তি পরীক্ষায় কে প্রক্সি দিয়েছে সেটি জানা যায়নি।

জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায় গুচ্ছভূক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে প্রক্সি পরীক্ষার সবগুলোই জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে সম্পন্ন হয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘আমরা ইতোমধ্যে একটি তদন্ত কমিটি প্রস্তাব করেছি। আগামী রবিবার এই তদন্ত কমিটি প্রকাশ করা হবে। আশা করি তদন্তের মাধ্যমে বিষয়গুলো উঠে আসবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

আবির